بسم الله الرحمن الرحيم

ভ্রুক্ষেপহীন পদক্ষেপে অব্যাহত যাত্রা

নিকশ কালো ফিতনার সাগরে উত্তাল ঊর্মিমালার প্রতিকূল পথ ধরে এক আল্লাহর সাহায্য নিয়ে মুজাহিদগণ এগিয়ে চলছেন। ফেতনার সাগর পেরিয়ে নাজাতের কূলে ভিড়া পর্যন্ত তাদের যাত্রা অব্যাহত থাকবে। জাগতিক চাকচিক্য ও ভোগবিলাসিতার পিছনে ছুটে চলা ফিতনার শিকার ও বিকারগ্রস্ত লোকদের মতো অর্থহীন জীবনযাত্রাকে পিছনে ফেলে তারা এই নাজাতের পথ ধরেছেন। তুচ্ছ দুনিয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়া অপমানজনক জীবনকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করার পর আল্লাহর হেদায়াত পেয়ে তারা জিহাদের পথ বেছে নিয়েছেন। তাদের দৃঢ়বিশ্বাস- দ্বীনের উপর চলার জন্য এবং দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য দ্বীন নিয়ে ঘর-বাড়ি ছেড়ে যাওয়া ব্যতিত ভিন্ন কোন মুক্তির পথ নেই।

সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌছাবেন বলে তারা সামনে এগিয়ে চলছেন। জিহাদই তাদের জীবন, জিহাদেই কাটে তাদের সকাল-বিকাল। তারাও শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় এবং আহার করে, কিন্তু অন্য সকলের মতো নয়। কেননা তারা এসব কিছুতে সওয়াবের অংশীদার হওয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকারপ্রাপ্ত। তাদের সাথে রয়েছে সর্বোত্তম (তাকওয়ার) পাথেয়। এজন্য আপনি তাদেরকে দেখবেন রুকুরত, সেজদারত, কিংবা ক্রন্দনরত। তাদের মনোবাসনা- আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য বান্দা হওয়া এবং তাদের আমলগুলো আল্লাহর নিকট গৃহীত হওয়া। তারা চায় প্রতিটি ভূখন্ডে সব মানুষ আল্লাহর গোলাম হয়ে যাক, বিনিময়ে তাদের রক্তস্রোত বয়ে গেলেও, লক্ষ প্রাণ বিসর্জন দিতে হলেও। কারণ এক আল্লাহর দাসত্ব বাস্তবায়ন করাই হলো সৃষ্টিজগতের সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

এত বছর যাবৎ মুজাহিদগণের অবিচল দৃঢ়তা ও সবর দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়। তারা উত্তর খুঁজে বেড়ায় কিভাবে তারা এই অস্বাভাবিক উচ্চতায় আরোহন করলো! তারা কানাঘুষা করে বা প্রকাশ্যেই বলে: এরা কেন পিছু হটে না, এরা কেন থামছে না? কখন তারা আত্মসমর্পণ করবে? কখন তারা সহনশীল হবে এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে?!

কিভাবে মনে হলো যে তারা ভ্রুক্ষেপ করবে, অথচ বাতিলকে পদদলিত করে জিহাদের যে সুউচ্চ চূড়ায় তারা আরোহন করেছেন, সেখান থেকে অপদস্থতার অতল গহ্বরসমূহ এবং প্রতারণার ফাঁদগুলো তাদের সামনে দৃশ্যমান হয়ে আছে। তাদের মন এসবের প্রতি কি করে ঝুঁকতে পারে? তারা কি সেই চূড়া থেকে প্রতারণার খাদে ভরা উপত্যকায় নেমে আসবে? দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতাকামীরা কি করে এটা বেছে নিতে পারে?

মুজাহিদগণ ভালো করেই জানেন, সেই গভীর উপত্যকার দিকে দৃষ্টিপাত করাই হলো অধঃপতনের প্রথম ধাপ। কেননা, শিকার হওয়া প্রাণী অধিকাংশ সময় শিকারীর পেটে যায় বেশি বেশি পিছনে তাকানোর কারণে। আর চোখ যত বেশি দেখে অন্তর ততবেশি আকৃষ্ট হয়। চোখের বার্তা অন্তরের কাছে পৌঁছে যায় সবচেয়ে দ্রুত গতিতে। এজন্য আল্লাহ ﷻ আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ কে ইরশাদ করেন: "আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য-স্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনোও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করো না।" [সূরা ত্বহা: ১৩১]....ইবনে কাসীর -রহিমাহুল্লাহ- বলেন: এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ তাঁর নবী মুহাম্মদ ﷺ কে বলছেন: "দুনিয়ায় ঐশ্বর্যশালী পুঁজিপতিরা হরেক রকমের পার্থিব চাকচিক্য ও বিবিধ নেয়ামতের অধিকারী হয়ে বসে আছে। আপনি তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না। কেননা, এগুলো সব ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। এগুলো দিয়েছি তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। আর আমার অল্পসংখ্যক বান্দাই কৃতজ্ঞশীল হয়।", আল্লাহ ﷻ বলেন: তুমি নিজেকে তাদেরই সংস্পর্শে রাখ, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর মুখমন্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে ডাকে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। [সূরা কাহাফ: ২৮], কেননা কোন দিকে দৃষ্টিপাত করলে অন্তরের ভিতর তার চিন্তা উদয় হয়। এমতাবস্থায় প্রবৃত্তির অনুসারীদের আয়েশি জীবনযাপন দেখে যে কেউ ধোকাগ্রস্ত হতে পারে। এজন্য আল্লাহ ﷻ বলেন: "দেশ-বিদেশে কাফেরদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে অবশ্যই প্রতারিত না করে। এটা তো সামান্য ভোগ-বিলাস মাত্র। অতঃপর দোযখ তাদের বাসস্থান, আর তা কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল!" [সূরা আলে ইমরান: ১৯৬ - ১৯৭], কাতাদাহ -রহিমাহুল্লাহ- বলেন: আল্লাহর কসম, না তারা আল্লাহর নবীকে প্রতারিত করতে পেরেছে, আর না তিনি তাদের জন্য আল্লাহর কোন নির্দেশ ছেড়ে দিয়েছেন। এই অটলাবস্থার উপরই আল্লাহ তাঁর মৃত্যু ঘটিয়েছেন।

আর যখনই বাতিলপন্থীরা মুজাহিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ছলচাতুরী কওে, তখনই ইমানের আহ্বান তার কানে ভেসে আসে। তাকে ডেকে ডেকে বলে, তুমি কিভাবে তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে অথচ বন্দী, বিধবা, ইয়াতিম ও অসহায়রা আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে তোমার দিকে, তুমি কখন তাদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যাবে? হ্যাঁ, সে কখনো পিছনে তাকাতে পারে না। পিছু হটা তার জন্য শোভা পায় কি করে, যখন অসংখ্য মুসলিম তার তাকবীর ও ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি শোনার জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনছে? সে কি করে ভ্রূক্ষেপ করবে, যখন মুনাজাতের হাতগুলো প্রতিরাতে রবের কাছে মিনতি করছে, তিনি যেন সেই অশ্বারোহী মুজাহিদকে দুর্বল অসহায় মুসলিমদের সাহায্যে পাঠিয়ে দেন। এই লোকদেরকে সাহায্য করার জন্যই তো আল্লাহ ﷻ মুমিনগণকে যুদ্ধ-জিহাদে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন: "তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুদের (উদ্ধারের) জন্য যুদ্ধ করবে না? যারা বলছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! অত্যাচারী অধিবাসীদের এই নগর হতে আমাদেরকে বাহির করে অন্যত্র নিয়ে যাও এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের সহায়ক নিযুক্ত কর।" [সূরা নিসা: ৭৫]

এই উন্নত শির মুজাহিদ কি করে ভ্রূক্ষেপ করবে কিংবা এতদিকে তাকানোর সময় কোথায় পাবে যখন তার সামনে রয়েছে এমন এক উদ্ধত শত্রু বাহীনি, ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি সাধনে যারা কোন ধরণের কার্পণ্য করে না। এমন শত্রু যারা মুসলিমদেরকে দুর্বল পেলেই শেষ করে দেয়, আর যদি নামধারী কোন মুসলিম তাদের তোষামোদি করে তাল মিলিয়ে চলে তবে তারও মস্তক বিচুর্ণ করে দেয়। কেননা আল্লাহর সাথে কুফরি করা কিংবা দ্বীন থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া ছাড়া অন্য কিছুতেই তারা সন্তুষ্ট নয়। আল্লাহ ﷻ বলেন: "ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না; যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর।" [সূরা বাকারা: ১২০], তিনি আরো বলেন: "আর তারা সবসময় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়।" [সূরা বাকারাহ: ২১৭], কাজেই, তারা তোমাদেরকে ছাড়বে না যতক্ষণ না তোমরা তাদের তাগুতকে হাকিম ও বিচারক হিসেবে মেনে না নাও এবং তাদের কুফরি ফায়সালাগুলো সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ না করো।

পক্ষান্তরে ক্রুসেডার-ইহুদি এবং তাদের অনুসারীরা শোকে মাতম শুরু করে যখনই কোন মুজাহিদ অস্ত্র হাতে বেরিয়ে যায় রাসুলুল্লাহ ﷺ এর দেখানো পদ্ধতিতে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য। এই জিহাদি ভ্রমণে তার উদ্দীপক বাণী হয়, আমি ভ্রুক্ষেপহীন পদক্ষেপে এগিয়ে চলবো, পিছনে ফিরে যাবো না, দুনিয়ার সমস্ত তাগুত আমার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ালেও।

(তাদের বাণী হয়) আমি ভ্রুক্ষেপ করবো না। লক্ষ্য আমার দুনিয়া-আখেরাতে সফলতা অর্জন। শেষ গন্তব্য আমার চোখের সামনে। আর তা কতইনা নিকটে। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার রবের কুরআনে অংকিত জান্নাতের ছবি। আমার চোখে ভেসে উঠে জান্নাতের ভরপুর নিয়ামত, হুর রমণী, মৃদু বায়ু, প্রবাহমান নদ-নদী, শীতল ছায়া, পাতলা ও মোটা রেশমি বস্ত্র, অমৃত সুধা, সুমিষ্ট ঝর্ণা ধারা এবং সুবিশাল রাজত্ব।

(তাদের বাণী হয়) আমি ভ্রুক্ষেপ করবো না পাছে, হয়ত ঐ আগুন আমাকে পেয়ে বসবে। জাহান্নামের অশুভ পরিণতি যেন আমার ভাগ্যে না জোটে। কেননা কুরআনের আয়াতসমূহে আমি দেখেছি কি ভয়াবহ সে জাহান্নাম! যেখানে রয়েছে যাক্কুম ফল, পুঁজ, আগুন, বেড়ি, শিকল, প্রচন্ড গরম হাওয়া, হিম শিতল বায়ু, ফুটন্ত গরম পানি, অত্যাধিক শিতল পানি ইত্যাদি বিভিন্ন কষ্টদায়ক শাস্তি। আমার উপর দুনিয়ার সমস্ত দুঃখকষ্ট আপতিত হওয়া অনেক ভালো জাহান্নামের একটি চুবানি খাওয়ার চেয়ে, যেটা দুনিয়ার সর্বাধিক আয়েশি ব্যাক্তির সকল আরাম-আয়েশ ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

মুজাহিদের পথ চলার অন্যতম সহায়ক হিসেবে থাকে তার মুওয়াহহিদ ভাইগণ, যাদের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত হয়েছে তাওহীদ এবং জিহাদের ভালোবাসা, যারা হৃদয়ংগম করেছে ইমানের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এক দেহের মতো জীবনযাপন করার মূল সুত্র। আল্লাহর তাওফীকের পর তারাই হলো দৃঢ়তার রজ্জু। তারা সবাই একই দেহের চোখ, কান, হাত ও পায়ের মতো, কোন একটিতে কাঁটা বিধলে প্রতিটি অঙ্গ কষ্ট অনুভব করে। অন্ধকার জাহিলিয়াতের সাগর থেকে বেরিয়ে আসা নাজাতের কোন পথচারী যখন মাঝপথে থেমে যায় বা কোন অক্ষমতা তাকে পেয়ে বসে, তখনই এই ইমানি ভাইয়েরা তাকে ডেকে ডেকে বলে: এদিকে এসো, অন্ধকার সাগরে আবার প্রত্যাবর্তন করো না, ফিরে এসো জিহাদের ময়দানে, ফিরে এসো নাজাতের কূলে পুনরায় অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার আগেই! ফিরে এসো, সম্মুখে অগ্রসর হও, হেদায়েতের দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই উত্তমভাবে প্রত্যাবর্তন করো। সময় থাকতে ফিরে আসো, সময় ফুরিয়ে গেলে অনুতপ্ত হবে, কিন্তু লাভ হবে না।

ঈমান ও জিহাদের ভূমিতে মুজাহিদগণ এভাবেই জীবন যাপন করে থাকেন। সম্মুখে অগ্রসর হন, পিছু হটেন না।পরস্পরকে উপদেশ দেন এবং ভালো কাজের পরামর্শ দেন। আল্লাহর ভয় ও আনুগত্যের ব্যাপারে একে অপরের সহায়তা করেন। ঈমান ও দৃঢ় সংকল্পের পাথেয় নিয়ে তারা রবের পথ ধরে সম্মুখে অগ্রসর হন, পিছনে ফিরে তাকান না।হতোদ্যমকারী ও গুজব রটনাকরীদের কথায় তারা কর্ণপাত করেন না। কেননা তারা তাদের রবের কিতাব দ্বারা হেদায়াত প্রাপ্ত, এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশিত দাওয়াত এবং জিহাদের পথে অবিচলিত। নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের উপর নির্ভরতা ছেড়ে তারা আল্লাহর তাওফীকের উপর নির্ভরশীল থাকেন এবং হক্বের উপর দৃঢ়পদ থাকার জন্য প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তায়ালা তার কাজের ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্বশীল কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।